W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. / WBHRC/COM/2016-17

Date: 10. 01. 2017

Enclosed is the news clipping of ' Eisamay, a Bengali daily dated 10th January, 2017, the news item is captioned '

হেপাজতে মৃত্যুতে চক্রান্তের অভিযোগ'

The Superintendent of Police, Jhargram is directed to furnish a report by 17.02.2017 enclosing thereto:-

(a) Statement of Sri Snehasish, elder brother of the deceased;

(b) Post Mortem Report

(c) Full address and particulars of the deceased and also elder brother of the deceased Snehasish Sahu.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 10. 01. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

SDB

SA

upload at once. Inform NHRC by Email

AS

Note in Diary - Send by Fax - Post-

10/1/17

হেফাজতে মৃত্যুতে চক্রান্তের অভিযোগ

গোপীবল্লভপুর

এই সময়, ঝাড়গ্রাম: সিআইডি তদন্তে বিশ্বাস নেই গোপীবল্লভপুরে পুলিশ হেফাজতে মৃত আশিসকুমার সাহুর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রথম থেকেই তথ্য লোপাটের 'চক্রান্ত' চলছে বলে তাঁদের অভিযোগ। পরিবারের দাবি, বেলিয়াবেড়া থানার নোটা-চনাবেড়িয়া গ্রামের বাড়ি থেকে গত শুক্রবার আশিসকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। সে যে নাবালিকাকে শাঁখা-সিদুর পরিয়ে বিয়ে করেছিল, তাকেও পুলিশ নিয়ে যায়। শনিবার নাবালিকাকে আদালতে পাঠালেও আশিসকে হেফাজতে রেখে দেয় পুলিশ। এখন পুলিশের দাবি, শনিবারই গ্রেপ্তার করা হয়েছে যুবকটিকে। ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতোর সাফাই, 'জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রথমে থানায় আনা হয়। তারপর উপযুক্ত প্রমাণ পেলে গ্রেপ্তার করা হয়। এটাই নিয়ম।'

মৃতের পরিবার কিন্তু বলছে, গ্রেপ্তারের দিনবদলের মধ্যেও চক্রান্ত আছে। সিআইডিকে তদন্তের ভার দিলেও তাতে সুবিচার পাওয়ার সম্ভাবনা কম বলে তারা মনে করে। আশিসের মৃত্যুর খবরে বেঙ্গালুরু থেকে আইটি সেক্টরে কর্মরত দাদা স্নেহাশিস মঙ্গলবার ফিরে এসে বলেন, 'বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ ৪৮ ঘণ্টা বেআইনি ভাবে থানায় আটকে রেখেছে। এটা আইনত পারে না পুলিশ। এখন সেই খামতি ঢাকার জন্য শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সংবাদমাধ্যমকে বলে যাচ্ছে। এর পর পুলিশের উপর আর কী করে ভরসা করা যায়? পুলিশ সিআইডিকে দিয়ে তদন্ত করানোর কথা বলছে বটে। কিন্তু সিআইডি তো রাজ্য পুলিশেরই সংস্থা। ফলে নিরপেক্ষ তদন্ত নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।' সোমবার ঝাড়গ্রামের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষ জানিয়ে ছিলেন যে ঘটনাটির তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি সিআইডিকে দায়িত্ব দেবেন। এ দিন অবশ্য

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সিবিআই তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা — অরূপকুমার পাল

ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতো বলেন, 'সিআইডিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মামলা সিআইডিকে হস্তান্তর করা হয়নি। পরিবার সিবিআই দাবি জানাতেই পারেন, তাতে আমাদের কিছু বলার নেই।' ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে এ দিন আশিসের দেহের ময়নাতদন্ত হয়। সেখানে তাঁর পরিবার-সহ কয়েকশো গ্রামবাসী এসে চিৎকার করে সিবিআই তদন্তের দাবি তোলেন। অশান্তি এড়ানোর জন্য মর্গের সামনে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের ডিএসপি(ডিএন্ডটি) বিশ্বজিৎ দাসের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল।

মৃতের বোন মীরা সাহু বলেন, 'পুলিশের চক্রান্তের আর এক প্রমাণ, দাদা যাকে বিয়ে করে এনেছিল, তাকে শনিবার আদালতে পাঠালেও দাদাকে পাঠলো না? আশিসের জেঠতুতো দাদা সৌরভ সাহু বলেন, 'ইলেকট্রিক শক খেলে কারও শরীরে রক্ত থাকে না। কিন্তু ভাইয়ের সারা শরীরে মারধরের চিহ্ন ছিল। ডান পায়ে মারের দাগ রয়েছে।' মৃতের বাবা পঙ্কজকুমার সাহু বলেন, 'প্রয়োজনে ন্যায় বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব।'